"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

# ১১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়
## রংপুর সিটি কর্পোরেশন
রংপুর।

www.rpcc.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.

তারিখঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪-১২-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

## রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC)-০১ নং ওয়ার্ড
## ১ম সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | : ১১ নং কাউন্সিলরের নাম:- মো: ওয়াজেদুল আরেফিন (মিলন) রংপুর সিটি কর্পোরেশন। |
| পরিচালনায় | : উদ্যোক্তা/ওয়ার্ড সচিবের নাম:- মো: সাদেকুল ইসলাম (রানা) ১১ নং ওয়ার্ড, রংপুর সিটি কর্পোরেশন। |
| সভার স্থান | : ১১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়। কেরানীরহাট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন। |
| সময় | : সকাল ১১.০০ টা |
| উপস্থিতি | : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট ক" |

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত হয়। কমিটির সকল সদস্যগণকে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উপস্থিত সকলেই নিজের পরিচয় প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতপর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ওয়ার্ড সচিবকে অনুরোধ জানান।

ওয়ার্ড সচিব জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম (রানা)সভা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ওয়ার্ডলেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ এই কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করা হবে। এবং এই কমিটির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

ওয়ার্ড সচিব ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি বলেন জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ি ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত হয় এই ডব্লিউএলসিসি কমিটি' তিনি আরো বলেন এই কমিটিতে কাউন্সিলর মহোদয় সভাপতি, ওয়ার্ড সচিব সদস্য সচিব সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত (শিল্প ও বানিজ্য), নারী প্রতিনিধি রয়েছেন।

অতঃপর ওয়ার্ড সচিব উপস্থিত সকল সদস্যগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনা করার আহবান জানালে নিম্নরূপ আলোচনা হয়

- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন ,মো: আসাদুজ্জামান পারভেজ সুশীল সমাজ প্রতিনিধি তিনি বলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন রংপুর, এ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করলে সেই উন্নয়নের সুফল নাগরিকরা পাবে না, বরং নাগরিকগণের দুর্ভোগ বাড়বে এ জন্য চাই একজন দক্ষ নগরবিদ দিয়ে শত বছরের জন্য পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন করা। তাহলে পরিকল্পিত নগর সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

- উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন মো: শহীদ মন্ডল নিম্ন আয়ের প্রতিনিধি তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কমিটিতে সদস্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করতে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করেন।

- জনাব মো: জুলফিকার জুয়েল, সাংবাদিক, দৈনিক জবাবদিহি, বলেন নগরীতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নগরীর কেরানীরহাট হতে ঢুকঢকির মোড় পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা পাকা-আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠা টং দোকানসমূহ উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে অভিযানের পূর্বেই অবৈধ স্থাপনাসমূহ লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হলে অভিযান কার্যক্রমে গতি

- বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ আতিকুজ্জামান বলেন কেবল বস্তুগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়নে মানবিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমেও প্রসার ঘটাতে তিনি পরামর্শ দেন। তাহলে প্রত্যাশিত আগামী প্রজন্ম সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান হবে।

- মো: আব্দুল মান্নান মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুর মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য নগরী গড়তে বর্তমান পরিষদ নিরলস ভাবে কাজ করছে। ইতোপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলেও এভাবে CLCC এর মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আলোচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তিনি এই আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান।

- বলেন, জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে সে প্রকল্প কখনো ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য রংপুরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত যাচাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন জরিপ, গবেষণা, বিশেষজ্ঞ মতামত, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের পদ্ধতি ইত্যাদিকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করতে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে করতে হবে কারণ যাদের জন্য উন্নয়ন তারা সম্পৃক্ত হলেই কেবল উন্নয়ন সফল এবং টেকসই হবে। তিনি জাপানের উন্নয়ন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের সাথে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, জাপানের উন্নয়নের আলোকে বলতে পারি রংপুর সিটি কর্পোরেশন ইন্টারনেট নির্ভর বিভিন্ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে পারে। উন্নয়ন হোক জনগণের জন্য, জনগণকে সাথে নিয়ে এবং জনগণের মাধ্যমে। এই বলেই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| ০১ | রাস্তাঘাটের সংস্কারন, মাস্টার লাইনের ব্যাবস্থা করা। মাস্টার ড্রেনের ব্যাবস্থা করা।অপ্রশস্ত রাস্ত প্রশস্ত করা। ধনিপাড়া-শালমারা টেন্ডার এর কাজের দ্রুততা, দ: বিন্যাটারী-মোসলেম হাজীর বাড়ীর কাছে রাস্তা সমস্যা। কালভার্টের ব্যবস্থা করা ,বিন্যাটারী শশ্মানঘাটের ব্যবস্থা। বৈদ্যুতিক লাইটের অপর্যপ্ততা।বিন্যাটারী সার্বজনীন মন্দিরের বাউন্ডারি ওয়াল। | |
| ০২ | নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে মতামতের উপর ভিত্তি করে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর মাধ্যমে সকল প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে করা হলে তা অনেকটা যথোপযুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেন যেমন- বাল্য বিবাহ,বিবাহ বিচ্ছেদে, দরিদ্রতা, মাদকদ্রব্যে,জুয়া,মোবাইল জুয়ার আধিক্য ইত্যাদি। | |
| ০৩ | নাগরিক পরিষেবার উন্নতিতে সকল শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে | |

পরিশেষে এ কমিটির (WLCC) সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো: ওয়াজেদুল আরেফিন (মিলন)
কাউন্সিলর ও সভাপতি
ডব্লিউএলসিসি-১১নং ওয়ার্ড
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং- ৪৬.১৮.০০০০.

তারিখঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

**অনুলিপি ( জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

২। সহকারী প্রোগ্রামার, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

৩। প্রধান সহকারী, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

৪। অফিস নথি।

মো: ওয়াজেদুল আরেফিন (মিলন)
কাউন্সিলর ১১ নং ওয়ার্ড
ডব্লিউএলসিসি-১১নং ওয়ার্ড
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

jica
ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা
সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০৩০
সভাপতি
জনাব মোঃ ওয়াজেদুল আরেফিন
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং: ১১
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
আয়োজনে : সিটি কর্পোরেশন